দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .. 18 NOV 1992

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

২৪

68

শিক্ষাঙ্গন

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও কিছু কথা

শিক্ষা শুধু জাতির মেরুদণ্ড নয়—শিক্ষা মানবের মেরুদণ্ড বটে। যে শিক্ষা জাতির অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে অক্ষম, এমন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা দেশ উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না। কারণ, এখানের শিক্ষা ব্যবস্থা আর কর্মক্ষেত্রের কর্মতৎপরতার মধ্যে অনেক ব্যবধান বিদ্যমান। ফলে, দেশ ও জাতির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ছাত্রর-ছাত্রীরা তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না। এজন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দায়ী। এবারের অনুষ্ঠিতব্য মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল জাতিকে হতবাক করে ফেলেছে। এত সহজ পদ্ধতি চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে রাম-রহিমেরাও সহজে স্টার মার্ক/প্রথম বিভাগ পেয়ে একটি সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। এদের শিক্ষার গভীরতা কতটুকু তা সচেতন মহল অবগত রয়ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকার সরকারী হাই স্কুলের একজন শিক্ষক বোর্ডের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা খাতা তার মেয়েকে দিয়ে কেটেছে। সে কিছু কিছু উত্তরের সঠিক স্থানের চিহ্ন (✓) বসিয়ে দিয়েছে। সেগুলো পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি। অথচ শিক্ষকের মেয়েও এবারে এসএসসি পাস করেছে। এতে সহজে বুঝতে হচ্ছে আমাদের বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা কতটুকু নিচু স্তরে এসে পৌছেছে। এর জন্য দায়ী কে? তবু জানি এ দায়িত্ব কেউ মাথা পেতে নিবে না। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করে কর্তৃপক্ষ যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তা খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার। কর্তৃপক্ষের আগেই বুঝা উচিত ছিল যে, নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু করে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা সম্ভব হবে কি, যেহেতু ছাত্ররা সহজ উপায়ে পরীক্ষা পাসের সুবিধা পেয়েছে, এ কারণে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি পরিবর্তনের সরকারকে ব্যাপক গণমুখী আন্দোলনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জরিপ করে দেখা গেছে যে, সচেতন নাগরিকরা নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা পক্ষপাতিত্ব নয়, কারণ এ পদ্ধতিতে ছেলে-মেয়েদের জ্ঞান অর্জনের গভীরতা খুবই কম। যার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ ও জাতি প্রকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বাছাই ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে পারে। পরিশেষে বলতে চাই যে, প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করে এবং যে পদ্ধতিতে ছেলে-মেয়েরা পড়ার শেষ কর্মক্ষেত্রে সহজে প্রবেশ করতে পারে, সে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মীর মোশাররফ হোসেন রৌটন